

## সংক্রমণের হার নামলো .৩৭ শতাংশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর ।। করোনা সংক্রমণের হার আরও কিছুটা নামলো। সংক্রমণের হার নেমে দাঁড়ায় .৩৭ শতাংশে। বুধবার নতুন করে ১২জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ৩ হাজার ২৩৬ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৭৫ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। আরটিপিসিআর-এ মাত্র ১জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। বাকি ১১জন অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি শনাক্ত হয়েছেন পশ্চিম জেলায় ৮জন। বুধবার পর্যন্ত চিকিৎসাদীন অবস্থায় রয়েছেন ১৪০জন করোনা রোগী। এদিন পর্যন্ত ৮১২জন করোনা সংক্রমিত মারা গেছেন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৮ হাজার ৮৩৩জন নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ২৭৮জন।

## সর্পদংশনের শিকার মহিলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ অক্টোবর।। নিকটাত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যাবার পথে বাড়ির সামনে রাস্তায় সর্পদংশনের শিকার এক মহিলা। বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাদীন বুল্টি ভৌমিক দেবনাথ নামে গৃহবধু। ঘটনা বুধবার রাতে ঋষ্যমুখ রুকের শ্রীপুর এলাকায়। জানা যায়, গৃহবধু বুল্টি ভৌমিক দেবনাথ শাওড়ি এবং ছেলেকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় উঠার পরই হঠাৎ পায়ে সর্পদংশন করে। সাথে সাথে বুল্টি ভৌমিকের হেলে তার বাবা সাধন দেবনাথকে খবর দেয়। খবর পেয়ে গৃহবধুর স্বামী সাধন দেবনাথ ছুটে এসে স্ত্রীকে ঋষ্যমুখ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে কর্তব্যরত চিকিৎসক গৃহবধু বুল্টি ভৌমিক দেবনাথকে বিলোনিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। বর্তমানে গৃহবধু বুল্টি ভৌমিক দেবনাথ বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাদীন।

বামেদের প্রতিবাদ কর্মসূচি প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ অক্টোবর।। লখিমপুরে কৃষক হত্যার প্রতিবাদে বিলোনিয়ায় কৃষক ফ্রন্টের বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা সংগঠিত হয়। সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি ব্যাঙ্ক রোড এবং এক নং টিলা হয়ে পুনরায় সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয়ের সামনে শেষ হয়। মিছিল শেষে হয় প্রতিবাদ সভা। সভায় আলোচনা করতে গিয়ে কৃষক সভার বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ বলেন, গত দশ মাস যাবত তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে সারা দেশে ব্যাপক আন্দোলন, লড়াই সংগ্রাম চলছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন বাতিলের কোনও ধরনের উদ্যোগ নেই। কৃষক সংঘর্ষ সমন্বয় সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তিনটি কৃষি আইন বাতিল করা পর্যন্ত দেশে লড়াই সংগ্রাম জারি থাকবে। এদিনের বিক্ষোভ মিছিল ও সভাতে ছিলেন সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক • এরপর দুইয়ের পাঠায়

# উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিভাকে আরও বেশি করে উৎসাহিত করা প্রয়োজন : ভেঙ্কাইয়া

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ অক্টোবর ।। হস্তরীত, হস্তকার সামগ্রী, খাদিতে উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয় করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু। বুধবার বিকালে হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রদর্শণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হস্তরীত ও হস্তকার শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রীর প্রদর্শনী ও বিক্রয় মেলায় উদ্বোধন করে বুধবার উপরাষ্ট্রপতি এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এমন সুন্দর, স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশ বান্ধব সামগ্রী আর কোথাও পাওয়া যাবে না। আজাদিকা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে তিনদিনব্যাপী এই প্রদর্শনীর ও বিক্রয় মেলায় আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব, উপজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, খাদ্য ও জনসম্ভরণ দফতরের মন্ত্রী মনোজ কাশি দেব, মুখ্যসচিব কুমার অলক, এনএসি-র সেক্রেটারি কে মোসেম চেলাই। উপরাষ্ট্রপতি অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছেলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার অলক প্রমুখ উপরাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান। প্রদর্শনী ও বিক্রয় মেলায় উদ্বোধন করে উপরাষ্ট্রপতি উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্য থেকে



আসা স্টলগুলি ঘুরে দেখেন। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণও উপরাষ্ট্রপতির সাথে ছিলেন। পরে প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া বিভিন্ন রাজ্যের হস্তকার শিল্পীদের সাথে শ্রীনাইডু মতবিনিময় করেন। উপরাষ্ট্রপতি তাদের কাজ, সমস্যা ও আয়ের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিগণ তাদের অভিজ্ঞতার কথা উপরাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠানের পর উপরাষ্ট্রপতি বলেন, এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে আমি খুশি হয়েছি। আপনাদের কাজ দেখে আমার মনে হয়েছে

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রতিভার কোনও অভাব নেই। এই প্রতিভাকে আরও বেশি উৎসাহিত করা ও সহায়তা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, হস্তরীত ও হস্তকার শিল্প আমাদের সংস্কৃতির অংশ। আমরা সবাই জানি স্বাধীনতা সংগ্রামে খাদি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। সারা বিশ্বেই হস্তকার শিল্পের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং এই শিল্প কর্মসিংস্থানেরও অনেক সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। উপরাষ্ট্রপতি বলেন, এক্ষেত্রে অনেকে নিজে স্বাবলম্বী হয়ে অন্যকেও রোজগারের পথ করে দিচ্ছেন। এটা খুব সহজ বিষয়

নয়। এজন্য তিনি উদ্যোগীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের জনগণের মধ্যে প্রতিভা এবং পারদর্শিতার কোনও অভাব নেই। এক্ষেত্রে সবথেকে বেশি প্রয়োজন তাদের খুঁজে বের করা এবং প্রশিক্ষিত করা। এজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্কিল ডেভেলপমেন্ট নামে আলাদা মন্ত্রণালয় চালু করেছেন। তিনি বলেন, ১৩০ কোটি জনসংখ্যার এই দেশে প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষ ২৫ বছরের নীচে তাদের প্রশিক্ষিত করতে পারলে তারা

গুণু নিজেই স্বাবলম্বী হবে না, অন্যদেরও স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করতে পারবে। যারা আজ এখানে কথা বললেন তাদের আত্মবিশ্বাস আছে বলেই তারা ভারতের উপরাষ্ট্রপতির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পেরেছেন। আমি খুব খুশি এই আত্মবিশ্বাস আমাদের দেশকে শক্তিশালী করবে। তাদের উৎসাহিত করা, সহায়তা করা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাজ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে এই কাজ করেছে। এই ক্ষেত্রে আরও উৎসাহিত করতে হবে। উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের দেশেই সবকিছু আছে। আপনারা সবাই হস্তরীত হস্তকার শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রী, খাদির উৎপাদিত সামগ্রী কিনুন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ভোকাল ফর লোকালের কথা বলেন। আমাদের সবাইকে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সামগ্রী ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। বুধবার থেকে তিনদিনব্যাপী প্রদর্শনী ও বিক্রয় মেলায় ত্রিপুর সহ আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুরের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হস্তরীত হস্তকার শিল্পীগণ তাদের উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে অংশ নিয়েছেন। এর উদ্যোক্তা রাজ্য সরকার এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্যদ

# উৎসবের দিনগুলো সবার জন্য আনন্দময় হয়ে উঠুক : সুশান্ত



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। আসম শারদোৎসবের দিনগুলি সবার জন্য আনন্দময় হয়ে উঠুক। উৎসবের সময়ে সবাই নেন কোভিড -১৯ বিধিনিষেধ ও

দুর্গাপূজা উপলক্ষে জারি করা সরকারি বিধিনিষেধ মেনে চলেন। বুধবার সকালে দেবীপক্ষের সূচনার পূণ্যলগ্নে রানিরবাজার পুরপরিষদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে এক রত্ন বিতরণ

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী পুর এলাকার ৩৮০ জন দুঃস্থ মহিলার হাতে রত্ন তুলে দেন। রত্ন বিতরণ

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী উপস্থিত সকলকে আসম শারদোৎসবের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান ও সকলের সুস্থতা কামনা করেন। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী এদিন নলগড়িয়া রেডিও সেন্টার প্রাঙ্গণে রানিরবাজার পুর এলাকার আরও ২৫০ জন দুঃস্থ মহিলার হাতে রত্ন তুলে দেন। তাছাড়াও এদিন জিরানিয়া ব্লকের কৃষনগর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কৃষনগর উত্তর মজলিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২০ জন দুঃস্থ মহিলার হাতে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী রত্ন তুলে দেন। রত্ন বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, রানিরবাজার পুর পরিষদের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান শঙ্কর সাহা, সমাজসেবী গৌরান্দ্র ভৌমিক। আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত এই রত্ন বিতরণ কর্মসূচি চলবে।

# অস্ত্রের ঘা’য়ে রক্তাক্ত রিকশা চালক উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ৬ অক্টোবর ।। উৎসবের মুখে ক্রমশঃ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে গ্রাম-ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। রাতের আঁধারে পুলিশি টহলদারিতে চিলেঢালা ভাব সমাজদ্রোহী তত্ত্বাবধানে দিচ্ছে বাড়তি অস্ত্রজেনা। ফলস্বরূপ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ সড়কের উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়েও নিরাপদে গা ঢাকা দিতে সক্ষম হচ্ছে তত্ত্বাবধানে দল। এমনই এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংগঠিত হয়েছে মঙ্গলবার গভীর

রাতে সালেমা থানাধীন আভাঙ্গা এলাকায়। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাটিতে আমবাসা-কমলপুর সড়কে এক রিকশা চালককে ধারালো অস্ত্রে ঘায়েল করে রাস্তার পাশে ফেলে গা-ঢাকা দেয় হামলাকারীরা। বুধবার ভোরে প্রাতঃরমণকারী কয়েকজন ব্যক্তি প্রথম দেখতে পায় রক্তাক্ত অবস্থায় এক ব্যক্তি পড়ে আছে সড়কের পাশে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় সালেমা ফায়ার

স্টেশনে। ফায়ার কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে সালেমা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। সেখানে চিকিৎসার পর অবস্থা বেগতিক দেখে রেফার করা হয় কুলাই জেলা হাসপাতালে। সেখানেই জানা যায়, গুরুতর আহত ব্যক্তির নাম ভরত হালাম। বাড়ি ঘটনাস্থল থেকে ন্যূনতম ৬-৭

কিমি দূরবর্তী জামখুথের বংবাড়ি এলাকায়। সে পেশায় রিকশা চালক। তবে তাকে আহত অবস্থায় যেখানে পাওয়া গেছে তার আশেপাশে কোন রিকশা ছিল না। স্বভাবতই এত রাতে নিজ বাড়ি থেকে এতটা দূরে সে কেন এসেছিল? কারাই-বা তাকে আঘাত করলেও এর নেপথ্যে আসল রহস্য কি? এই সব প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। যার কিছু উত্তর অবশ্য পাওয়া যাবে ভরত কথা বলার মত অবস্থায় এলেই। আর পুলিশ সেই অপেক্ষাই করছে।



# বিধায়ক আশিস দাসের কুশপুতুলকে জুতোপেটা ও দাহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ৬ অক্টোবর ।। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি দলের প্রার্থী হিসেবে সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারদের ঢালাও প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তাদের সমর্থন নিয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন আশিস দাস। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির কিয়দংশও তিনি পূরণ করতে পারেন নি। উনার অভিযোগ, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং সরকার প্রধান উনাকে কাজ করতে দেয়নি। শুধু তাই নয়, গত সাড়ে তিন বছর যাবৎ দলে উনাকে বিদূষিত গুরুত্ব না দিয়ে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন

বিজেপির মত একটি ফ্যাসিবাদী দলের হয়ে মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট আদায় করতে উনার পাপ হয়েছে। সেই পাপ শ্বলনের জন্য তিনি গত ৫ অক্টোবর কলকাতার কালিঘাটে গঙ্গার পাড়ে মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন এবং আদি গঙ্গায় ডুব দিয়ে নিজেকে পাপমুক্ত করেছেন। আঞ্চলিক ও জাতীয় সংবাদ চ্যানেলগুলোর লাইভ সম্প্রচারে এই দৃশ্য গোটা বিশ্ব দেখেছে। কিন্তু উনার এই দাবি এবং মাথা ন্যাড়া করে প্রায়শ্চিত্ত করার বিষয়টিকে সুরমার সাধারণ মানুষ সহ যে সকল নেতা কর্মীরা উনাকে বিধায়ক বানানোর জন্য জান বাজি রেখে লড়াই করেছে



তারা কিভাবে দেখছে। তাদের প্রতিক্রিয়াই-বা কি রূপ? ৬ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় সেই নেতা কর্মী এবং ভোটারদের



এলাকার বিজেপি নেতা-কর্মীরা এদিন বিধায়ক আশিস দাসের কুশপুতুলকাকে প্রথমে ব্যাপক জুতোপেটা করার পর দাহ করে

তীর বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ থেকে স্লোগান উঠে আশিস দাস বেইমান, মীরজাফর। তাকে আর সুরমার পবিত্র ভূমিতে পা রাখতে

## বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহেও দোদার বিক্রি হচ্ছে কচ্ছপ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহেও একরকমিও কাছিমের মাংস বিক্রি কমেনি আগরতলার বাজারগুলিতে। চৌদশটাকা থেকে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত দাম প্রতি কেজি। বেশ কয়েকটা নামকরা হোটেলও বিক্রি

আধিকারিকের অফিস। বটতলা বাজারের উল্টোদিকেই পুলিশ ফাঁড়ি এবং ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস। এই বাজার থেকে প্রায় দেখা যায় পুলিশের সদর দফতর। দুর্গাচৌমুহনি বাজার থেকে পুলিশ ফাঁড়ির দূরত্ব দেড়শ মিটার মাত্র। চৌমোহনি বাজার থেকে



হয় রান্না মাংস। একটানা সেসব হোটেলের কালো বোর্ডে চক দিয়ে লেখা থাকে, রান্না কাছিমের মাংসের প্রতি প্লেট দাম। ঠিক যেমন লেখা থাকে পাঠার মাংস কিংবা আলুর কুরি ভাজার দাম। আগরতলার যে সমস্ত বাজারে কাছিমের মাংস বিক্রি হয়, সবগুলিই বন দফতরের কোনও না কোনও অফিস কিংবা পুলিশ থানার এক/দেড়শ মিটারের মধ্যে, তার পরেও এখন পর্যন্ত এইসব বাজার থেকে একজনেরও শাশি হবার খবর নেই। পুরনিকাম পরিচালিত এইসব বাজারে প্রকাশ্যেই তা বিক্রি হয়। দাম বেশি বলে ক্রেতা ধনীরা ও উঁচু পদের সরকারি কর্মচারীরাই। এইসব বাজারে জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, অফিসার, ডাক্তার সাধারণ মানুষ কিংবা ক্লাবের দাদা, বড় সাংবাদিক, সবাই যান, সবার সামনেই তা বিক্রি হয়। রাজধানীর সবচেয়ে বড় বাজার পুর, তাদের একজন গাড়িটি চালাতে চান। বহুক্ষণ ধরে গীড়ারপিড়ি করায় একসময় কায়ুম তাদের একজনকে বসতে দেন স্টিয়ারিং-এ। কিছুক্ষণ চালানোর পর তাকে স্টিয়ারিং থেকে নেমে আসতে বললেও, কিছুতেই তাকে নামানো যাচ্ছিল না। চলন্ত গাড়িতে জোর কসে তাকে তুলেও দেয়া যাচ্ছিল না। একসময় গাড়ি মূল রাস্তা ছেড়ে অন্যদিকে মোড় নেয়। কায়ুম জিজ্ঞাসা করায়, ওই দুই যুবক বলেন যে এটাই শর্টকাট। কালাইনের কাছাকাছি আসতে আবার অন্য রাস্তায় গাড়ি ঢুকিয়ে দেয় সেই যুবক। এবারও শর্টকাটের যুক্তি দেখিয়ে বলে যে এই পথে গেলে চেকপোস্ট এড়ানো যাবে। কায়ুম তাদের বলেন যে তার জিনিসের • এরপর দুইয়ের পাঠায়

দুই মিনিটের পথ পূর্ব আগরতলা থানা। লেকচৌমুহনি বাজার থেকে প্রাণীসম্পদ দফতরের অফিস দেখা যায়। দেখা যায় একটি রাজনৈতিক দলের প্রধানের বাড়িও। রাজ্যে ইদানিং গো-রক্ষা নামের সংস্থার অবির্ভাব হয়েছে। গরু বাজার বন্ধ করার আবেদন করলেই, পুলিশ তা অতিসক্রিয় হয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে। অথচ গরু বিক্রি বেআইনি নয় এবং গরু দুর্লভও নয়, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায়ও নেই। অথচ কচ্ছপ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায়ও নেই। অথচ কচ্ছপ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় রক্ষা পাওয়ার কথা। এটি এন্ডেঞ্জার্ড প্রাণী। বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থে নিরাশ্রমশ্রী হওয়ায় উৎসাহ দেয়া, কিংবা রাস্তার কুকুর নিয়ে মায়া কান্না করা কোনও সংস্থাকেই এই নিয়ে কথা বলতে শোনা যায়নি এখনও। গরু নিয়ে রাজনীতি হয়, কচ্ছপ এখনও কোনও ধর্ম ধরে সেই স্বীকৃতি পায়নি, ফলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহেও তা কেটে বিক্রি হয়। বন দফতর কিংবা প্রশাসন বহুত্ব দিয়ে সপ্তাহ পালন করে থাকে।

## দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তা নাগরিকদের অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৬ অক্টোবর ।। হাতে-গোনা মাত্র আর কয়েকদিন বাকি দুর্গাপূজোর। বাজারির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। এই মুহুর্তেও চোখে পড়ছে রাস্তাঘাটের বেহাল দশা। বৃষ্টি আসলেই চলাচলের অনুপযোগী হয়ে উঠে রাস্তাঘাট। পূজোর আনন্দ মাটি হয়ে যাবে এমন অবস্থায়, তাই ক্ষুব্ধ হয়ে পথ অবরোধ করে সোনামুড়া মহকুমার শিবনগর মধ্যপাড়ার জনগণ। তারা বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ সোনামুড়া থেকে বিশ্রামগঞ্জ যাওয়ার বাইপাস সড়কটি অবরোধ করে বসে। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তার বেহাল দশা, অথচ সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেই। রাস্তার মাঝে মাঝে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এটা যে রাস্তা তারও কোনো অস্তিত্ব নেই। দীর্ঘসময় পথ অবরোধ থাকার পর শাসক দলের প্রধান এসে তাদেরকে আশ্বাস দেয় যে রাস্তা সংস্কার করা হবে, তিনি উপর মহলে যোগাযোগ করেছেন। প্রধানের বক্তব্যে আশ্বস্ত হয়ে সড়ক অবরোধ তুলে নেয় জনগণ। কিন্তু তারা জানায়, শীঘ্রই যদি রাস্তা সংস্কার করা না হয়, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। অন্যদিকে মেলাঘর থেকে বিশ্রামগঞ্জ যাওয়ার প্রধান সড়কটি ও বেহাল দশায় পরিণত হয়ে আছে।

রাজা রাজনীতির এপি সেন্টার হতে যাচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এদিকে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমেও ন্যাড়া মাথার বিধায়ককে নিয়ে ট্রোলিং চলছে সীমাহীন। বিজেপির ধলাই জেলা সভাপতির মতে, বিধায়ক আশিস দাসের মানসিক চিকিৎসা প্রয়োজন। আবার অপর একটি অংশের বক্তব্য হল, বিধায়ক হয়ে সাধারণ মানুষের জন্যে কিছু করতে না পারায় যদি মনে এতই পাপবোধের উদ্বেক হয় তবে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেই পারতেন। কিন্তু তিনি এখনো সেটা করছেন না কেন? বিধায়ক আশিস দাসের কাছে জানতে চায় উনার নির্বাচকমন্ডলী।